সংবাদ

তারিখ 2 JUN 2009
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৭

চট্টগ্রাম : চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রী লাঞ্ছনার প্রতিবাদে সাধারণ ছাত্রীরা বিক্ষোভ মিছিল করে —সংবাদ

ছাত্রী নির্যাতন

চবিতে বিক্ষোভ : ছাত্রলীগ কর্মী রাজু বহিষ্কার, ছাত্রত্ব বাতিল

চট্টগ্রাম ব্যুরো

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগের এক ছাত্রীকে মারধরের ঘটনায় গতকাল সোমবার দিনভর ক্লাস বর্জন করে ক্যাম্পাসে মিছিল, মানববন্ধন, অবস্থান ধর্মঘটসহ বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করেছে সাধারণ শিক্ষার্থীরা। ছাত্রীরা ওই ঘটনার জন্য ছাত্রলীগের এক কর্মীকে অভিযুক্ত করে তাকে বহিষ্কারের দাবিতে সকাল ১০টা থেকে ভিসি অফিসের সামনে অবস্থান ধর্মঘট পালন শুরু করে। এ সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি প্রফেসর ড. আবু ইউসুফ আলম ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের শাস্তি দেয়ার আশ্বাস দেয়ার পর শিক্ষার্থীরা ক্লাসে ফিরে যায়।

এদিকে ভিসির আশ্বাসের কয়েক ঘন্টার মধ্যেই বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ছাত্রী লাঞ্ছনার অভিযোগে অভিযুক্ত ছাত্র শামসুল ইসলাম রাজুকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আজীবনের জন্য বহিষ্কার এবং তার ছাত্রত্ব বাতিল করেছে। বহিষ্কার হওয়া ওই ছাত্র ম্যানেজমেন্ট স্টাডিজ বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র। তার বাড়ি গাজীপুর জেলার গাজীপুর সদরের শিমুলতলীতে।

এদিকে শিক্ষার্থীদের আন্দোলন চলাকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর জসিম উদ্দিনকে লাঞ্ছিত করার অভিযোগে দুলাল চন্দ্র দেবনাথ (দয়াল) নামে এক ছাত্রকে আটক করে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। এসময় সহকারী প্রক্টর ড. তৌহিদ হোসেন চৌধুরীকে ঢি-

দেঃ পৃঃ ২ কঃ ৬

রাজু : বহিষ্কার

(১২ পৃষ্ঠার পর)

নিক্ষেপ করে ইতিহাস তৃতীয় বর্ষের ছাত্র জাহিদুর রহমান রোকন।

বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন জানিয়েছে, খালেদা জিয়া হলের ৪২৭ নম্বর কক্ষের আবাসিক ছাত্রী মাস্টার্স শেষ বর্ষের রাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্রী রায়হানা মারজানকে শামসুন নাহার হল এলাকায় রাস্তার দোকানের সামনে গত শনিবার সন্ধ্যায় শারীরিকভাবে নির্যাতন করা হয়। এর প্রেক্ষিতে ছাত্রীটির লিখিত অভিযোগ পাওয়ার পর বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন বিষয়টি তদন্ত করে অভিযোগের সত্যতা পায়। এর প্রেক্ষিতে অভিযুক্ত ছাত্র শামসুল ইসলাম রাজুকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আজীবনের জন্য বহিষ্কার এবং তার ছাত্রত্ব বাতিল করে প্রচলিত আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেয়ার জন্য আইন শৃঙ্খলা বাহিনীকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

এদিকে ওই ঘটনার পরপরই রায়হানা মারজান বাদী হয়ে ওই ছাত্রের বিরুদ্ধে হাটহাজারী থানায় একটি মামলা দায়ের করেছে। এর আগে সকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ শিক্ষার্থীরা ছাত্রী নির্যাতনের সঙ্গে জড়িতদের শাস্তি দাবি করে খালেদা জিয়া হলের সামনে থেকে একটি মিছিল বের করে। পরে মিছিলটি উপাচার্য ভবনের সামনে এসে অবস্থান ধর্মঘট শুরু করে। ধর্মঘটের এক পর্যায়ে ভিসি প্রফেসর ড. আবু ইউসুফ আলম শিক্ষার্থীদের দাবি মেনে নেয়ার আশ্বাস দেন।

ভিসি চলে যাওয়ার পর শিক্ষার্থীরা এসময় আরো ৬টি দাবি উত্থাপন করে সেসব দাবি বাস্তবায়নের দাবিতে আন্দোলন অব্যাহত রাখে। এসব দাবির মধ্যে রয়েছে নারী নির্যাতন বিরোধী নীতিমালা প্রণয়ন, ক্যাম্পাসে সাধারণ শিক্ষার্থীদের পূর্ণ নিরাপত্তা বিধান, ইভটিজিং এর বিরুদ্ধে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা গ্রহণ, সন্ধ্যা সাড়ে ৬টার মধ্যে মেয়েদের হলে ফিরে যাওয়া সংক্রান্ত সান্ধ্য আইন বাতিল করে রাত সাড়ে ৯টা পর্যন্ত তা বলবৎ করা এবং এই আন্দোলনে যারা জড়িত তাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেয়া যাবে না। দুপুর ২টার দিকে নির্যাতিত ছাত্রী রাহানা মারজানা তাকে নির্যাতন করার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ওই ছাত্রকে আজীবন বহিষ্কারের ঘোষণা দিলে শিক্ষার্থীরা তাদের আন্দোলন প্রত্যাহার করে নেয়।